দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... JUL 25 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

রংপুরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের মহড়া নয়, চাই সুষ্ঠু পরিবেশ ॥ প্রধানমন্ত্রী

রংপুর, ২৪ জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা) ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আসন্ন একবিংশ শতাব্দী হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। প্রতিযোগিতাময় এ বিশ্বে টিকে থাকা এবং উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য দ্রুত অগ্রসরমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান আমাদের ব্যাপকভাবে আয়ত্ত করতে হবে। এ জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আমরা অগ্রাধিকার খাত হিসাবে চিহ্নিত করে এর উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। আমরা রংপুরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি পূরণ করতে পেরে নিজেদের গর্বিত মনে করছি। শেখ হাসিনা বলেন, আমরা মানুষের জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের পরিবর্তে যাতে শিক্ষার সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয় সে জন্য বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, আমরা কঠোরহস্তে সন্ত্রাস দমনে ব্যবস্থা নিয়েছি। আপনারা দেখেছেন, কুষ্টিয়া, খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহসহ সমগ্র দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসীরা তাদের অস্ত্রসমর্পণ করে সারেন্ডার করে যাচ্ছে। আমরা জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা এ কারণে আনতে চাই যে, শান্তি ও স্থিতিশীলতা ছাড়া অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের কোন পথ নেই। শেখ হাসিনা শনিবার বিকালে রংপুর জেলা স্কুল মাঠে জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বানে এক জনসভায় বক্তব্য রাখছিলেন।

শেখ হাসিনা এর আগে সকালে রংপুরে অবতরণের পর শহরের প্রবেশদ্বার ক্যাডেট কলেজ মোড়ে স্বাধীনতা স্মারক ভাস্কর্যের উদ্বোধন করেন এবং কারমাইকেল কলেজের পতিত ও অনাবাদী জমিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, জিয়া, এরশাদ ও খালেদা তিন সরকারের সময়েই গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের অভাবে সমগ্র উত্তরবঙ্গ মরুকরণ প্রক্রিয়ায় চলে যাচ্ছিল। আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করব। আপনাদের দোয়ায় সরকার গঠনের মাত্র ৬ মাসের মধ্যে আমরা ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি চুক্তি করেছি। পার্বত্য শান্তি চুক্তি করতে পেরেছি। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে ১শ' কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে। এরপরও বিরোধী দল আমাদের নামে মাদ্রাসা বন্ধের অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমরা সরকার গঠনের পর আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ৪৭ ভাগ। মাত্র ২ বছরে আমরা তা ৫৬ ভাগে উন্নীত করেছি। যমুনা সেতুর সুফলের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, এ এলাকার মানুষের দীর্ঘদিন কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছিল না। কোন কলকারখানা গড়ে ওঠেনি। কেবলমাত্র কৃষির ওপরই নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্বোধনের পর কৃষিভিত্তিক শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠছে।

রংপুরবাসীর উদ্দেশে তিনি বলেন, রংপুরবাসী আওয়ামী

(১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

(১২-এর পাতার পর)

লীগকে ভোট না দিলেও আমরা রংপুরবাসীকে ভুলব না। রংপুরের উন্নয়ন আমরা করেই যাব। আমরা খালেদা জিয়ার মতো বলব না রংপুর আমাদের ভোট দেয়নি, রংপুরের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করব কেন? শেখ হাসিনা 'আজান'-এর সময় তাঁর বক্তৃতা থামিয়ে আজান শেষে জনতার উদ্দেশে বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই আজান শুনেছেন? অথচ বিএনপি গত নির্বাচনের আগে বলেছিল, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে মসজিদে আজানের পরিবর্তে উলুধ্বনী বাজবে।

জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি শাহ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, পানিসম্পদমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ এইচএন আশিকুর রহমান এমপি, প্রচার সম্পাদক আব্দুল মান্নান, প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুল জলিল, কেন্দ্রীয় নেতা সিদ্দিক হোসেন, ফুলু সরকার, আনিসুল হক চৌধুরী এমপি প্রমুখ।

ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা বলেন, ভাবতে অবাক লাগে মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া যে রংপুরে জন্মেছিলেন, যিনি অবরোধবাসিনী বাঙালী মুসলিম নারী সমাজকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেছিলেন। তাঁর রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এত বিলম্ব হলো। তিনি বলেন, রংপুরের মানুষের প্রাণের দাবি ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে আমাদের সরকার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারই ফলে আজকে এ রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের শুভ সূচনা হলো।